পল্লী সমাজ

নিউ থিয়েটার্স

THE NEW THEATRES LIMITED

1-7-32

পল্লী-সমাজ

চরিত্র ঃ

রমেশ ঘোষাল	...	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
বেণী ঘোষাল	...	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
গোবিন্দ গাঙ্গুলী	...	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
ধর্ম্মদাস	...	অমলেন্দু লাহিড়ী
পরাণ হালদার	...	শৈলেন চৌধুরী
ভৈরব আচার্য্য	...	নৃপেশনাথ রায়
দীনু ভট্টাচার্য্য	...	শান্তশীল গোস্বামী
সনাতন	...	রামময় চক্রবর্ত্তী
আকবর সর্দ্দার	...	তারাকুমার ভাদুড়ী
গোপাল সরকার	...	শীতল পাল
জেঠাইমা	...	শ্রীমতী কঙ্কাবতী
রমা	...	শ্রীমতী প্রভা
রমার মাসী	...	শ্রীমতী ঊষা
কামিনীর মা	...	রাজলক্ষ্মী
লক্ষ্মী (ভৈরবের কন্যা)	...	লক্ষ্মী

—চিত্রনাট্যলেখক ও পরিচালক—

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

—চিত্রশিল্পী—

নীতীন বসু

—শব্দযন্ত্রী—

মুকুল বসু

পল্লী-সমাজ

(শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হইতে চিত্রান্তরিত)

পল্লী সমাজ বাংলার বর্ত্তমানের একটী পল্লীচিত্র।

রমেশ বাল্যেই মাতৃহীন হোয়ে মামার বাড়ীতে মানুষ হচ্ছিল। সে

রুড়্কী কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করবার পর পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বহুদিন পরে দেশে ফিরে এসেছে।

রমেশদের জমিদারী তিন সরিকে বিভক্ত। তার জ্যাঠতুতো ভাই বেণী এক সরিক, অন্য সরিক যদু মুখুজ্জের কন্যা রমা। এদের সঙ্গে রমেশের পিতার

মোটেই বনিবনাও ছিল না, সেইজন্য রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধে তারা আসবে না বলে ঠিক করেছিল। রমেশ রমাকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে সেখান

থেকে অপমানিত হোয়ে ফিরে এল। অথচ এই রমাকে রমেশ একদিন ভালবেসেছিল এবং এখনও বাসে।

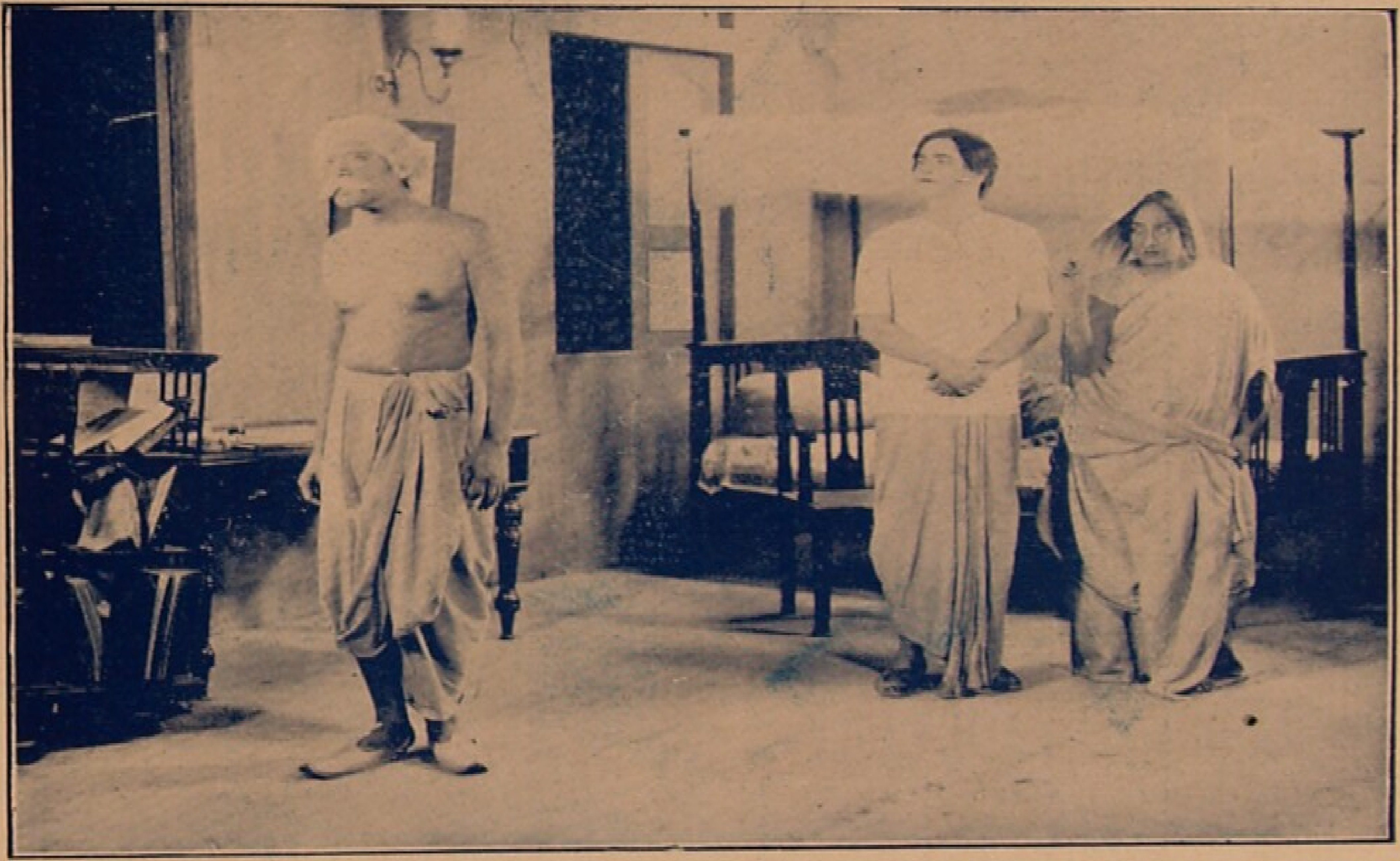

যা হোক, রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে তার জেঠাইমা অর্থাৎ বেণীর মা এসে পড়ায় নির্ব্বিবাদে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হোয়ে গেল।

পিতার শ্রাদ্ধের পর গ্রামের ও গ্রাম্য সমাজের অবস্থা দেখে রমেশ দেশের হিতকর্ম্মে মন দিলে। কিন্তু এ কাজে সে পদে-পদে বাধা পেতে লাগ্‌ল। যাদের সে উপকার করে তারাই তার সর্ব্বনাশ করতে লাগ্‌ল। একদিন

অত্যন্ত উত্যক্ত হোয়ে সে ভৈরব আচার্য্যের বাড়ীতে চড়াও হোয়ে তাকে মারতে গেল। কিন্তু রমা এসে ভৈরবকে বাঁচিয়ে দিলে। কিন্তু এই

ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বেণীর দল রমেশের নামে এক ফৌজদারী বাধিয়ে দিলে। যার ফলে রমেশের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোলো। এই ব্যাপারে রমারও হাত কম ছিল না।

রমেশ যখন জেলে তখন রমা অত্যন্ত পীড়িত। পীড়িত অবস্থায় সে নিজের কৃত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হোয়ে রমেশের জেঠাইমার সঙ্গে কাশী চলে গেল। যাবার সময় সে নিজের নাবালক ভাই ও তার সমস্ত বিষয় রমেশের হাতে তুলে দিয়ে গেল।

নিউ থিয়েটার্স হইতে হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।